ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালি কণা...

আহমেদ সাবের

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালি কণা, বিন্দু বিন্দু জল
গড়ে তোলে মহাভুমি, সাগর অতল।

কবিতাটা আমাদের অনেকেরই জানা, কিন্তু এর মর্মার্থ বুঝি ক'জন? আর বুঝলেও তাকে কাজে লাগাই ক'জন ? যারা কাজে লাগান, সে সব অল্প ক'জন লোকের একজন হচ্ছেন সিডনীর কৃষি-বিজ্ঞানী, ডঃ সফিকুল হাসান (মিন্টু)।

স্ত্রী ও দুই মেয়ে (রোদসী এবং নওসী) সহ ডঃ সফিকুল হাসান

বাগান করার শখ তার চিরকালের। ঘরের পেছনের একটু খানি ছোট যায়গায় শবজি বাগান করতেন তিনি, সীম, লাউ, করলা, চালকুমড়া, মরিচ, ইত্যাদির। বন্ধুদের বিলাতেন দেদার। প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে তিনি ঠিক করলেন, বাগানের ফসল, প্রধানতঃ সীম, বিনামূল্যে না বিলিয়ে, বিক্রি করবেন বন্ধু বান্ধবদের কাছে। তা থেকে, একটু একটু করে যে সঞ্চয় হবে, তা ব্যায় করবেন কোন মহৎ কাজে। জন্ম হলো বিখ্যাত, সীম প্রকল্পের।

বছর তিনেক আগে ডঃ হাসান গলা ও নাসিকার আভ্যন্তরীন সংযোগ স্থলে দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হলেন। অসুস্থ হলেও বাগানের কাজ বন্ধ করেননি তিনি। অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক কেমোথেরাপী এবং রোডিওথেরাপীর শারীরিক কষ্টকে উপেক্ষা করে তিনি চালিয়ে গেলেন তার প্রকল্প।

শুরু হলো বিন্দু থেকে সিন্ধুর সৃষ্টি। তিল তিল করে জমানো কষ্টার্জিত অর্থে বৃত্তি প্রদান করলেন নিজ এলাকার স্কুল, গৌরীপুর আর, কে, সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের এক জন দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে। বৃত্তিটার নামকরন হলো ওনার পিতার নামে, 'হাদী মাষ্টার বৃত্তি' বলে, আর দেয়া হলো গ্রামীন

ফাউন্ডেশনের গ্রামীন শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে। এ' সম্পর্কে বছর দেড়েক আগে সিডনীর গ্রামীন সাপোর্ট গ্রুপের ওয়েব সাইটে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। (নীচের লিংকটি দেখুন) http://www.grambangla.com/grameen/GramYou.php#dr_hassan

কয়েকদিন আগে সীম প্রকল্পের খবর নেয়ার জন্যে ডঃ হাসানকে একটা ই-মেইল করেছিলাম। প্রত্যুত্তরে উনি ফোন করে দুঃখের সাথে জানালেন, খরাজনিত কারনে সীমের ফলন কমে গেছে। গত অর্থ বছরে (২০০৪-২০০৫) যেখানে তিনি ১১৮ কে.জি. সীম পেয়েছিলেন, এ' অর্থ বছরের (২০০৫-২০০৬) প্রথম আট মাসে পেয়েছেন মাত্র ৩৬ কে.জি। আপনারা সকলেই জানেন, গত বছর দুয়েক ধরে সিডনীতে যথেষ্ট বৃষ্টি হচ্ছেনা বলে পানি কর্তৃপক্ষ পানি ব্যাবহারের উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। ফলশ্রুতি, ফলনের ঘাটতি। তিনি আরো জানালেন, এ' পর্যন্ত সীম প্রকল্পের মোট আয়, ২,২৬০/- অষ্ট্রেলীয় ডলার।

ফলন কমলেও হাল ছাড়েননি তিনি। আশা করছেন, আগামী মাস খানেকের মধ্যে আরেকটি বৃত্তির টাকা জমা হয়ে যাবে। পৌছে যাবেন তিনি আরেকটি মাইল ফলকে। ঠিক করেছেন, এ বারের বৃত্তিটা দেওয়া হবে একটা ছাত্রীকে। বাংলাদেশের একটি গরীব মেধাবী ছাত্রীর জীবনের দিশারী হয়ে জ্বলে উঠবে একটা আশার প্রদীপ।

এখানে 'গ্রামীন শিক্ষা' প্রকল্প সম্পর্কে একটু না বললেই নয়। গ্রামীন ফাউন্ডেশনের মাইক্রোক্রেডিটের ডামাঢোলে এ' মহৎ উদ্যোগ টি চাপা পড়ে গেছে। এ' প্রকল্পের বৈশিষ্ঠ্য হলো -

- একযোগে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যে কেউ 'গ্রামীন শিক্ষা' র মাধ্যমে একটা মাসিক ২৫০ টাকার বৃত্তি শুরু করতে পারেন।
- আপনার যে কোন প্রিয় জন (দাদী, নানী, দাদা, নানা, বাবা, মা, শিক্ষক, অথবা অন্য কোন) 'এর নামে বৃত্তিটার নামকরন করতে পারেন।
- দরকার হলে পাঁচ বছর পর আপনার দেয়া টাকাটা তুলে বৃত্তি বন্ধ করে ফেলতে পারেন। টাকা না তুললে, বৃত্তি আজীবন চলতে থাকবে।
- আপনার পছন্দ মত স্থানে এবং পছন্দ মত ব্যাক্তিকে বৃত্তিটা প্রদান করতে পারেন।
- 'গ্রামীন শিক্ষা' প্রকল্প বৃত্তিটার তত্বাবধান করবে এবং আপনাকে নিয়মিত বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ ছাত্রীর অগ্রগতি সম্পর্কে জানাবে।

গতবছর (২০০৫), 'গ্রামীন শিক্ষা' প্রকল্প ৩৫০ জন গরীব মেধাবী ছাত্র/ ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করেছে। দেশ বিদেশের অনেক খ্যাতনামা ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ' প্রকল্পের প্রতি সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিস্তারিত জানতে চাইলে নীচের লিংকটি দেখুন অথবা সিডনীর গ্রামীন সাপোর্ট গ্রুপের যে কোন সদস্যের সাথে যোগাযোগ করুন।

http://grameen-info.org/grameen/gshikkha/index.htm